ক্ষমতাময়ী নারী

নারীর ক্ষমতায়নে এলজিইডি

ক্ষমতাময়ী নারী

women
the power of dignity

৮ মার্চ ২০১০ আন্তর্জাতিক নারী দিবস শতবর্ষ উদ্‌যাপন
উপলক্ষে অনুষ্ঠানমালার প্রামাণ্যগ্রন্থ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
Local Government Engineering Department (LGED)

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে সমগ্র নারী সমাজের অন্তরে অনুরণিত হয় অভিন্ন সুর:
এই পৃথিবীতে এই সভ্যতা আমরা করেছি নির্মাণ
আমাদের প্রাণের ফসল শত কোটি মানুষের প্রাণ
প্রেম আর শ্রম দিয়ে সাজিয়েছে জীবন সবার
স্বীকৃতি চাই মূল্য চাই অধিকার চাই অধিকার....

নারী তার হারানো অধিকার ও অবস্থান পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলন ও সংগ্রাম করে চলেছে যুগ যুগান্তর ধরে। পৃথিবী নির্মাণে মানব সভ্যতা বিকাশে নারীর অসামান্য অবদান অস্বীকার করে আমরা স্বার্থান্ধ পুরুষেরা চাতুর্য্য ও কৌশলে নারীকে করেছি বন্দী ও ক্ষমতাহীন। ভুলে গেছি ঐতিহ্য ও ইতিহাস। আজ পৃথিবীতে সভ্যতা সংস্কৃতির যে চরম উৎকর্ষ তার উৎস কিন্তু নারী। নারীর ত্যাগ শ্রম প্রেম সৃজন ও উদ্ভাবন আজ পৃথিবীকে জ্ঞানে বিজ্ঞানে প্রযুক্তিতে শিখর স্পর্শী প্রগতির দিগন্তে উপনীত করেছে।

সভ্যতার উষালগ্নে আদিম সাম্যবাদী সমাজে নারীরাই শাসন করতো বিশ্বভুবন। নারী ছিল সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। মানব সভ্যতা বিকাশে মৌলিক পরিবর্তন আবিষ্কার ঘটেছে মূলত: নারীর হাতেই। পশুর মত যাযাবর অনিশ্চিত অসভ্য জীবন যাপন থেকে মানুষকে স্থিতিশীল নিশ্চিত ও সভ্য জীবন যাপন অর্থাৎ মানুষকে মানুষ হিসাবে নির্মাণ করেছে নারী। নারী তার মেধা, চিন্তাশক্তি সৃজনশীলতা ও দক্ষতা দিয়ে আবিষ্কার করেছে কৃষিকাজ বস্ত্র বয়ন শিল্প। গৃহনির্মাণ সেও নারীর আবিষ্কার। ব্যবহারের জন্য তৈজসপত্র ও অন্যান্য গৃহস্থালি সামগ্রী উদ্ভাবন নারীর হাতেই। যে নারীর এত ক্ষমতা সেই নারী বন্দী হল, ক্ষমতাহীন হলো স্বার্থান্বেষী অকৃতজ্ঞ পুরুষের বন্দীশালায়। সূচনা হল এক কালো অধ্যায়ের-নারীর প্রতি শোষণ বঞ্চনা অত্যাচার নিগ্রহ অবিচার বৈষম্য।

এভাবে চলে যায় যুগ-যুগান্তর কিন্তু নারীরা আর কত দিন মুখ বুজে সব সহ্য করবে? একদিন জেগে উঠবে নারী।

নারীর প্রতি বৈষম্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে নারীরাই শুরু করেছিল প্রতিরোধ সংগ্রাম। অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ নারীর সংগ্রামকে পাড়ি দিতে হয়েছে অনেক দুর্গম পথ। করতে হয়েছে অবিরাম সংগ্রাম। ১৮৫৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের রাস্তায় নেমেছিল সুতা কারখানার নারী শ্রমিকেরা। মজুরি-বৈষম্য, কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট করা ও কাজের অমানবিক পরিবেশের বিরুদ্ধেই ছিল তাঁদের প্রতিবাদ। সে মিছিলে চলে দমন-পীড়ন। দিনটিকে স্মরণ করেই দানা বাঁধে নারী আন্দোলন।

১৯০৮ সালে নিউইয়র্কের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট নারী সংগঠনের পক্ষ থেকে নারীদের যে সমাবেশের আয়োজন করা হয়, তাতে নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের বিষয়টিতে জোর দেওয়া হয়। ১৫ হাজারেরও বেশি নারী শ্রমিক মিছিলে অংশ নিয়ে প্রদক্ষিণ করেন সারা নিউইয়র্ক শহর। সে মিছিল থেকে দাবি উঠেছিল কর্মঘন্টা কমানোর, পুরুষের সমান মজুরি প্রদান এবং নির্বাচনে ভোটের অধিকারের। জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেতকিনের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন হয়। ক্লারা জেতকিনই ৮ মার্চকে বিশ্ব নারী দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব দেন।

১৯১১ সাল থেকে পৃথিবীর অনেকগুলো দেশেই ৮ মার্চ পালিত হতে থাকল দিবসটি। ১৯৭৫ সালে দিবসটি পায় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। বিশ্বশান্তি ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দিবসটি পালন করতে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে আহবান জানায় জাতিসংঘ। প্রতিবছরই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের একটি বৈশ্বিক মূল ভাবনা থাকে। এবারের মূল ভাবনা হলো-'সম-অধিকার, সমান সুযোগ: সবার জন্য প্রগতি'।

বাংলাদেশেও নারীর অধিকার আদায়ের সংগ্রাম অব্যাহত। নারীর বিরাজমান অবস্থা পরিবর্তন করে তার ক্ষমতায়ন ও স্বনির্ভরতার জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর নারীর উন্নয়ন ও প্রগতির জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর প্রকল্পসমূহের মূল বৈশিষ্ট্য হলো, প্রকল্পের প্রস্তাবনা থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব। সবচেয়ে বড় সাফল্য, প্রকল্পভুক্ত নারীরা সর্বক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি সমান সুযোগ ও সমান মর্যাদায় কাজ করে যাচ্ছে। উন্নয়ন ও প্রগতির জন্য রেখে চলেছে সমান অবদান।

এলজিইডিতে জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়টি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার ১টি মূল নীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা এবং জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরী করেছে। জেন্ডার সমতা অর্জনে বাংলাদেশে যে প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে রয়েছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) তাদের মধ্যে অন্যতম। এলজিইডি'র কর্মকাণ্ড বিভিন্ন পরিসরে বিস্তৃত ও পরিব্যপ্ত। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহকে কারিগরী সহযোগিতা প্রদান, পল্লী ও নগর উভয় এলাকায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করাই এই প্রতিষ্ঠানের মূখ্য দায়িত্বাবলীর অন্যতম। পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন এবং পল্লী প্রতিষ্ঠানসমূহ, পানি সরবরাহ ও গৃহ সংস্থান, কৃষি, পানি সম্পদ, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। নানাবিধ উন্নয়নমুখী কার্যাবলী এ শাখাগুলোর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে স্থান লাভ করেছে। এলজিইডি'র কার্যক্রম মূলতঃ তিনটি প্রধান অঙ্গভিত্তিক, যেগুলো হচ্ছে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (রাস্তা, পুল, কালভার্ট, হাট-বাজার ইত্যাদি), ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন (বাঁধ, খাল, স্লুইস গেট/রেগুলেটর ইত্যাদি) এবং নগর অবকাঠামো উন্নয়ন (মৌলিক অবকাঠামো, সেবা, সুশাসন প্রভৃতি)।

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন জেন্ডার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। যেহেতু দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী, তাই সকল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা এলজিইডির প্রকল্পসমূহের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল স্থানীয়ভাবে দুঃস্থ অসহায় নারীদের নিয়োগের মাধ্যমে সড়ক মেরামত ও বৃক্ষ রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং উন্নীত গ্রোথসেন্টারসমূহে নারী বিপণী কেন্দ্র তৈরী করে নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদান করা, যেন তারা স্বাবলম্বি হতে পারে ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে সরাসরি অবদান রাখতে পারে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) এবং দারিদ্র হ্রাসকরণ কৌশল (PRS) পরিকল্পনার আলোকে এলজিইডির প্রকল্পসমূহের বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন - ১. রাস্তাঘাটসহ অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজে দুঃস্থ মহিলাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি করা ; ২. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে মহিলা এলসিএস নিয়োগ ; ৩. গ্রোথ সেন্টার মহিলা সেকশনে মহিলা ব্যবসায়ী বাছাইকরণ এবং তাদের মধ্যে দোকান বরাদ্দকরণ ; ৪.বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটিতে দু'জন মহিলা সদস্যের অন্তর্ভুক্তকরণ ; ৫. ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং মহিলা ইউপি সদস্যদের জন্য টয়লেটসহ পৃথক কক্ষ নির্মাণ করা ; ৬. প্রকল্পভুক্ত সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার ও সচিবদের জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ; ৭. রাস্তাঘাট এবং অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত ঠিকাদারগণকে জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ; ৮. প্রকল্পের রাস্তায় কর্মরত এলসিএস মহিলাদের দক্ষতাবৃদ্ধি এবং আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান ; ৯. গ্রোথ সেন্টারসমূহের বরাদ্দকৃত দোকান ব্যবসায়ী মহিলাদের দোকান ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান ; ১০. নারী ও প্রতিবন্ধীদের ব্যবহার উপযোগী ডিজাইন যেমন- বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, ইউনিয়ন পরিষদ ও নারী মার্কেটে ঢালু পথ নির্মাণ করা ইত্যাদি।

পানি সম্পদ উন্নয়নে জেন্ডার

এলজিইডি পানি সম্পদ উন্নয়নে শুধুমাত্র ক্ষুদ্রাকার পর্যায়ে কাজ করে। মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগী নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উপ-প্রকল্পের বাছাই হতে পর্যালোচনা, বাস্তবায়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণসহ সকল স্তরের কাজ সম্পাদন করা হয়ে থাকে। সেজন্য প্রকল্পের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সুফল সম্পর্কে সকল নারী পুরুষ বিশেষ করে যারা এলাকার পানি সম্পদ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা করে থাকে এবং ভবিষ্যতেও করতে আগ্রহী তাদেরকে সঠিকভাবে জানানো হয়। উপ-প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞগণের কারিগরী জ্ঞানের পাশাপাশি উপ-প্রকল্প এলাকার জনগণের অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধন প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা ও স্থায়িত্বের জন্য বিশেষ প্রয়োজন বলে বিবেচনা করা হয়। সেক্ষেত্রে নারীর অভিজ্ঞতাকেও সমানভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে যাতে তাদের সমস্যা সমাধানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। বিশেষ করে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ণ সেক্টর প্রকল্প নারীর সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে যেমন গুরুত্ব দেয় তেমনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলার ভূমিকা পালন করে থাকে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি'র (পাবসস) ব্যবস্থাপনা কমিটিতে ৩৩% মহিলা সদস্যের সংস্থান রাখা হয়েছে। নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি, সদস্য শিক্ষণ কর্মসূচি, ইত্যাদি পরিচালিত হয়ে থাকে। বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন ৩০০ উপ-প্রকল্পের পাবসস এ মোট মহিলা সদস্য সংখ্যা-৪৬৩৭৩ জন এবং পুরুষ সদস্য সংখ্যা- ১৬৪৭৮৭ জন এবং বর্তমানে ৫টি উপ-উপকল্পের পাবসস এর সভাপতি নারী।

নগর অবকাঠামো উন্নয়নে জেন্ডার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বাংলাদেশের নগর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। নগরে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়নকে টিকিয়ে রাখতে এবং পৌরসভাকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি নগর পরিচালন ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগ ২০০২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর এক পরিপত্র জারী করে, যেখানে বলা হয়, পৌরসভা স্থায়ী কমিটির যতোগুলো কমিটি থাকবে তার এক-তৃতীয়াংশের সভাপতি হবেন মহিলা কাউন্সিলরগণ। এছাড়া প্রত্যেক কমিটির এক-তৃতীয়াংশ সদস্য থাকবেন নারী নেত্রীগণ। পৌরসভাকে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তা পেতে হলে পৌরসভার নগর পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতি করতে হলে মহিলাদের অংশগ্রহণ অনস্বীকার্য। মহিলাদেরকে সুবিধাভোগী হিসেবে নয়, উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ১. কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ; ২. প্রকল্পভুক্ত পৌরসভায় বিভিন্ন কমিটিতে নারীদের সভাপতি/সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা এবং কমিটির সভায় নারীরা নিয়মিত অংশগ্রহণ; ৩. বিভিন্ন পৌরসভার নারী নেত্রীগন নিজেদের মধ্যে মতের আদান প্রদান করে দায়িত্ব যাতে আরও সুন্দরভাবে পালন করতে পারেন সে জন্য আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় ফোরাম গঠন; ৪. পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, ছেলেমেয়েদের, স্বাস্থ্য-শিক্ষা, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, বাল্য বিবাহরোধ, গাছ লাগিয়ে পরিবেশের উন্নয়ন, সময়মত পৌরকর পরিশোধে অবদান রাখার বিষয়ে নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি ওয়ার্ডে নিয়মিত উঠান বৈঠক ও র‌্যালী; ৫. মহিলা কাউন্সিলরগণ কর আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলাদের কর প্রদানে উৎসাহ প্রদান; ৬. মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়া বালক/বালিকা বিশেষ করে বালিকাদের স্কুলে উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য শিক্ষা সহায়তা প্রদান; ৭. দরিদ্র এলাকার কমিউনিটি সদস্যগণ নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে নিজেরাই কমিউনিটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রনয়ন করে তা বাস্তবায়ন ।

এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম

এলজিইডিতে জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে "জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম" গঠন করা হয়েছে যার উদ্দেশ্য হলো- ১. জেন্ডার ফোকাল পয়েন্টের মাধ্যমে জেন্ডারকে মূলধারায় নিয়ে আসার বিষয়টি নিশ্চিত করা; ২. এলজিইডিতে জেন্ডার বিষয়গুলো আলোচনার জন্য একটি মঞ্চ/বা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করা; ৩. জেন্ডার বিষয়ে এলজিইডি'র প্রকল্পগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা; ৪. বাহ্যিক প্রভাব সম্বলিত উদ্ভাবনশীলতা ও উত্তম অনুশীলণকে সহায়তা করা; এবং ৫. এলজিইডি ও এর প্রকল্প কর্মীদের মাঝে জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এছাড়া উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের চাহিদা পূরণেও ফোরাম এলজিইডিকে সহায়তা দিতে পারে।

সাধারণভাবে ফোরাম ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বৈঠকে মিলিত হয়। তবে, বিশেষ প্রয়োজনে যে কোন সময় ফোরাম বৈঠকে মিলিত হতে পারে। আলোচনার সুবিধার্থে ফোরাম প্রয়োজনবোধে অন্য কোন কর্মকর্তা বা পরামর্শককে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানায়।

সমগ্র বিশ্বে কর্মজীবি অভিভাবকদের কাছে ডে-কেয়ার সেন্টার বা শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সহায়তা। এলজিইডি'তে কর্মরত অভিভাবকরা যাতে তাঁর ছোট শিশুকে নিজের কাছাকাছি রেখে মানসিক প্রশান্তি নিয়ে কাজ করতে পারেন সেই লক্ষ্যেই ০-৬ বছরের শিশুদের জন্য এলজিইডি'র ডে-কেয়ার সেন্টারটির যাত্রা শুরু। প্রথমে এলজিইডিতে কর্মরত মায়েদের ২০ জন শিশুর জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করা হলেও ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে বর্তমানে ৩০ জন শিশু ডে-কেয়ার সেন্টারে আছে। এলজিইডি'র জেন্ডার ফোরামের সদস্য সচিবের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়নে ৯ জন কর্মী ডে-কেয়ারে কর্মরত আছেন। তাছাড়া ডে-কেয়ার সেন্টারের সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি প্রতি ২মাস অন্তর সভায় মিলিত হয়ে ডে-কেয়ার সেন্টারের কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন।

সকল পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো এলজিইডিতে জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ। আর তা বাস্তবায়নে প্রথমতঃ এলজিইডিতে একটি জেন্ডার ফোরাম গঠন করা হযেছে। এছাড়া বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জেন্ডার ও উন্নয়ন বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সর্বোপরি জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার আলোকে ২০০২ সালে জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে। যার সকল পরিসমাপ্তিতে ২য় পর্যায়ে ২০০৮-২০১৫ এর জন্য জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে। যার মূল লক্ষ্য হলো এলজিইডি'র অভ্যন্তরে মানব সম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদের প্রাপ্যতা ক্রমান্বয়ে বাড়ানো, যা ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করবে এবং জ্ঞান ও দক্ষতাবৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এই কৌশল ও পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন সময়কালে এলজিইডি'র সকল ধাপে নারীর কার্যকর ও ক্রমবর্ধমান হারে অংশগ্রহণ এটাই নিশ্চিত করবে যে, এলজিইডি'র কর্মসূচিতে জেন্ডার সমতার বিষয়গুলো যথাযথ গুরুত্ব পেয়েছে। জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা প্রতিটি সেক্টরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা এবং প্রতি বছর তার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। যার ফলে এলজিইডিতে জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সুদৃঢ় হবে বলে আশা করা যায়।

উদ্বোধনী পর্ব

আর্ন্তজাতিক নারী দিবসের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে গত ৮ মার্চ ২০১০ শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, এলজিইডির প্রধান কার্যালয় এলজিইডি ভবনে "জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ" শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করে। এই সেমিনারকে কেন্দ্র করে দিনব্যাপী এক বর্নাঢ্য অনুষ্ঠানমালা পরিবেশন করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মনজুর হোসেন, এলজিইডি'র মাননীয় প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

বক্তব্য

উদ্বোধনী পর্ব

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর সুপরিসর বিশাল হলরুম ভর্তি দর্শক সমাগমের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের আলোচনা পর্ব শুরু হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীসহ বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্পের উপকারভোগী, বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন দাতাসংস্থা ও বিদেশী দূতাবাসের নির্বাহী কর্মকর্তা এবং দেশের উন্নয়ন ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন এমন উন্নয়নবিদ ও বিশেষজ্ঞবৃন্দ। বিশেষত নারী আন্দোলনে সম্পৃক্ত কয়েকজন নেত্রীর সার্বক্ষণিক উপস্থিতি এই অনুষ্ঠানে নতুন প্রাণসঞ্চার করে। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ও আলোচনা পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি ছিলেন স্থানীয় সরকার, বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মনজুর হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন এলজিইডি'র মাননীয় প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

উদ্বোধনী পর্ব

বক্তব্য

বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমাবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বিশ্বের সংগে আমাদের দেশেও নারী দিবস পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশেও বিভিন্ন ভাবে আজকের দিবসটি পালন করা হচ্ছে। এখানে বলা যায় প্রধানমন্ত্রী মহিলা, বিরোধী দলীয় নেত্রী মহিলা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহিলা, পররাষ্ট্র মন্ত্রী মহিলা সংসদ উপনেতা মহিলা, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী মহিলা, কৃষি মন্ত্রী মহিলা। বাংলাদেশের মহিলা এখন দেশে এবং বিদেশে সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, মেজর, বিচারপতিসহ বিভিন্ন পেশায় সর্বোচ্চ পদে আসীন। বাংলাদেশের নারীরা আজ পুরুষের চেয়ে কোনক্রমে পিছিয়ে নেই। মানব সভ্যতা কিন্তু মানুষই তৈরী করেছে। আইনের মাধ্যমে এবং আইন দ্বারাই কিন্তু মানব সভ্যতার জয়। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য আইন রয়েছে। এই মানব সভ্যতার জন্য আইন ছাড়া কোন বিকল্প নেই। আমরা নারী পুরুষের সমতায় বিশ্বাস করি। নারী পুরুষের ক্ষমতায়ন মানে নারীকে পুরুষের কাতারে আনতে হবে।

১৯৯৭ সালে যখন আমরা ক্ষমতায় ছিলাম তখন নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নীতি নির্ধারণ করেছি কিন্তু পরবর্তী জমায়াত বিএনপি জোট সরকার এসে সেই নীতি বাস্তবায়ন করেনি। আমরা ৯৭ সালের নীতিকে আরও Update করে প্রণয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। অচিরেই সেটা আবার মন্ত্রী সভায় অনুমোদনের জন্য আসবে। Affirmative Action ছাড়া নারীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না বলে আমরা মনে করছি। আমরা বাংলাদেশকে বদলে দিতে চাই, আমরা বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। আমরা বাংলাদেশকে ২০১০ সালের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে একটি মাঝারি আকারের উন্নত দেশে পরিণত করতে চাই।

Garments Sector এ লক্ষ লক্ষ গ্রামীন মহিলারা কাজ করছে। সমাজে যে বুনিয়াদ, তাতে যে আয় করে তারই কিন্তু সর্বময় ক্ষমতা। আজকের যুব মহিলার গার্মেন্টস সেক্টরে কাজ করছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যে সব যুব মহিলারা গার্মেন্টস সেক্টরে কাজ করছে তারা কিন্তু পরিবারের মেইন বুনিয়াদ গড়ে তুলছে। আশা রাখি এই সরকার ডিজিটাল মিশন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশকে বদলে দেওয়ার জন্য, সেই দিন বদলের ধারায় নারীর অবস্থানও যেন বদলে দেয়।

উদ্বোধনী পর্ব

বক্তব্য

বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি জনাব মনজুর হোসেন, মাননীয় সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস একদিনের কারণে হয়নি। যদি পেছনের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো বিভিন্ন ধর্মে যাই থাকুক না কেন নারী চিরদিন নিগৃহিত হয়েছে। নারী চিরদিন তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে, নারীকে অধিকার দেওয়া হয় নাই, নারীকে সুযোগ থেকে দূরে রাখা হয়েছে। নারীও মানুষ অথচ সে মানবেতর জীবন যাপন করছে। সামনের কাতার তার জন্য নিষিদ্ধ ছিল। পিছনের কাতারেই তার অবস্থান নিশ্চিত ছিল। সেই অবস্থান থেকে উত্তরণের জন্যই বিশ্বের সকল দেশেই নারী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। আজকে নারীদের শুধু অধিকার দিলেই হবে না, নারীদের সুযোগ সুবিধা দিলেই কিন্তু হবে না তার চেয়ে বড় কথা অংশীদার করতে হবে। আর সেই সমঅংশীদার হবে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে, সেই সমঅধিকার ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ নির্মাণে। সেটা যদি করা হয় তাহলে আমরা সঠিকভাবে নারী অধিকার দিতে পারব। সঠিকভাবে নারী অধিকার সংরক্ষণ করতে পারব। আমাদের দেশের মেয়েদের মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন বাহিনীতে যেখানে মহিলাদের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ সেই আর্মি, সেই পুলিশ সেখানেও কিন্তু মহিলাদের একটি অবস্থান গড়ে উঠেছে। ইতোমধ্যে নন গেজেটেড কর্মকর্তার মধ্যে ২০% মহিলার বিধান রাখা হয়েছে। আমরা আমাদের নামের সাথে আজ মায়ের নামও লিখছি।

এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্পে নারীদের বিশাল ভূমিকা রয়েছে। প্রতি বছরেই নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য প্রতি বছর নানাবিধ কর্মসূচী গৃহীত হচ্ছে। সমাজে নারীকে *accountable* করার জন্য তাদেরকে *income generation activities* প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে যাতে প্রকল্প সমাপ্তির পরেও তারা এগিয়ে যেতে পারে, তারা *successful* হতে পারে। এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে সারা বাংলাদেশের নারী সমাজ এবং এই দেশ সমৃদ্ধ হবে বলে আমার বিশ্বাস।

বক্তব্য

বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, মাননীয় প্রধান প্রকৌশলী,স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ সৃষ্টির পর থেকে বিভিন্নভাবে নারীদের সমঅধিকার ও উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৭৫ ছিল নারী বর্ষ তারপর ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৫ ছিল নারী উন্নয়নের দশক। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে মেক্সিকো, ৮০ সালে কোপেনহেগেন, ৮৫ তে নাইরোবি এবং সর্বশেষ বেইজিং এসে সম্মেলন হয়। সবগুলো নারী সম্মেলনেই নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের জন্য ঘোষনাপত্র ছিল। ১৯৮৯ সালে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের জন্য ঘোষণাপত্রটি জাতিসংঘ গ্রহণ করে। বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক যত সনদপত্র ছিল সবগুলো স্বীকৃতি দিয়ে দেশের নারী সমাজকে উন্নয়নের কাজে সম্পৃক্ত করার জন্য, সমঅধিকার নিশ্চিত করার জন্য ১৯৯৭ সালে নারী উন্নয়ন নীতিমালা এবং কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। আমরা যদি আমাদের সংবিধানের দিকে দেখি, সংবিধানের ১০ ধারায় নারীদের সর্বস্তরের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা আছে। এদেশের সরকার ও জনগণ যথেষ্ট অগ্রগামী। সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের তথ্য থেকে আমরা দেখেছি যে, মুসলিম দেশের মধ্যে বাংলাদেশ নারীদের অধিকার সমুন্নত ও নিশ্চিত করার বিষয়ে সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছে। ৫৪টি দেশের মধ্যে ভারত এবং পাকিস্তানের উপরে আমাদের স্থান। এ ধারাবাহিকতায় সরকারের নিজস্ব নীতিমালা ও পরিকল্পনা অনুসারে আমরা নারী উন্নয়নের কাজ জোরালোভাবে শুরু করি।

আমরা এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং নেদারল্যান্ড সরকারের সহায়তায় ২০০২ সালে প্রথম কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করি। পরবর্তী ২০০৮ থেকে ২০১৫ আমরা দ্বিতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করি। নারী পুরুষ সমসুযোগ, সমঅধিকার ও প্রগতির জন্য দিন বদলের অংগীকারে অনুপ্রাণিত হয়ে এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছি। সেই সমস্ত প্রকল্পে রয়েছে নারীর জন্য সেবা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, আবাসন, সংগঠণ, প্রশিক্ষণ, আয়বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা। সরকারের সাথে দিন বদলের অগ্রযাত্রায় আমরা ও অংশীদার। আমরাও অঙ্গীকারাবদ্ধ।

উদ্বোধনী পর্ব

বক্তব্য

অনুভূতি ব্যক্ত করছেন মোছাঃ জাহানারা বেগম, উপজেলা বিষম্বপুর, জেলাঃ সুনামগঞ্জ। তিনি এলজিইডির পল্লী উন্নয়ন সেক্টরের আওতায় কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সুফলভোগী একজন সফল নারী। বর্তমানে তিনি প্রকল্পের সহায়তায় গর্বিত নার্সারী মালিক ও ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য।

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ নেতাদের সামনে বক্তব্য রাখতে পেরে আমি গর্ববোধ করছি। আপনাদের সহযোগিতায় আমি এতটুকু আসতে পেরেছি। আপনারা যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করেন তারা দেশের মানুষের সুখের জন্য জাতির সুখের জন্য দেশের উন্নয়নের জন্য ভাবেন। কাজ করেন। আমরা পাড়াগ্রাম থেকে সাধারণ মহিলারা যে কত কষ্ট করে দারিদ্রের সাগর পেরিয়ে সুখের সন্ধান পেলাম তা আপনাদের কাছে একটু বলব। আপনারা শুনলে আমরা মনটা একটু শান্তি পাবে। আমি আমার ছেলেকে সর্বোচ্চ শিক্ষিত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলব। কিন্তু অভাব অনটনের যন্ত্রণায় কোন ভাবে আমি পারছি না। আমি দিশেহারা হয়ে গেছি। আমার সহজ সরল স্বামী বলল, না আমি আর ছেলেমেয়েকে পড়াশুনা করাতে পারব না, আমি তাদের কাজে লাগিয়ে দিব। কিন্তু...

আমরা ত্রিশজন মিলে একটা সংগঠন গড়ে তুলেছি। সংগঠন করার ১৫ দিন পর আমাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। আমি তিনদিনের নার্সারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর আমি আমাদের সঞ্চয় থেকে ৪,০০০ টাকা ঋণ নিয়েছে। ঋণ নিয়ে আমি নার্সারী শুরু করেছি। নার্সারী করার ১ মাস পরে আমি ২০০০ টাকা খরচ করে ১০,০০০ টাকার মালিক হয়েছি।

তারপর আমরা স্বামী স্ত্রী মিলে কাজে লাগলাম। আমার টাকার সন্ধান পেয়েছি। ১ থেকে দেড় বছর পর আমি ৯৫,০০০ টাকার চারা বিক্রি করেছি। এখন ব্যক্তিগত জীবনে আমি স্বাবলম্বী। আমার প্রতি মাসে ১৩,০০০ টাকা আয় হয়।

আমি ইউনিয়ন পরিষদ জীবনে দেখিনি। এখন আমি ইউনিয়ন অফিসের কমিটির সদস্য। আমি উপজেলা অফিসে UNO স্যারের সাথে মিটিং করি। আমি আশা করি CBRMP প্রজেক্ট যেন শেষ না হয়। CBRMP প্রজেক্ট যেন কমপক্ষে আরও দশ বছর বাঁচে।

উদ্বোধনী পর্ব

অনুভূতি ব্যক্ত করছেন এলজিইডির পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের উপকারভোগী মহিলা চুয়াডাঙ্গার মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন ।

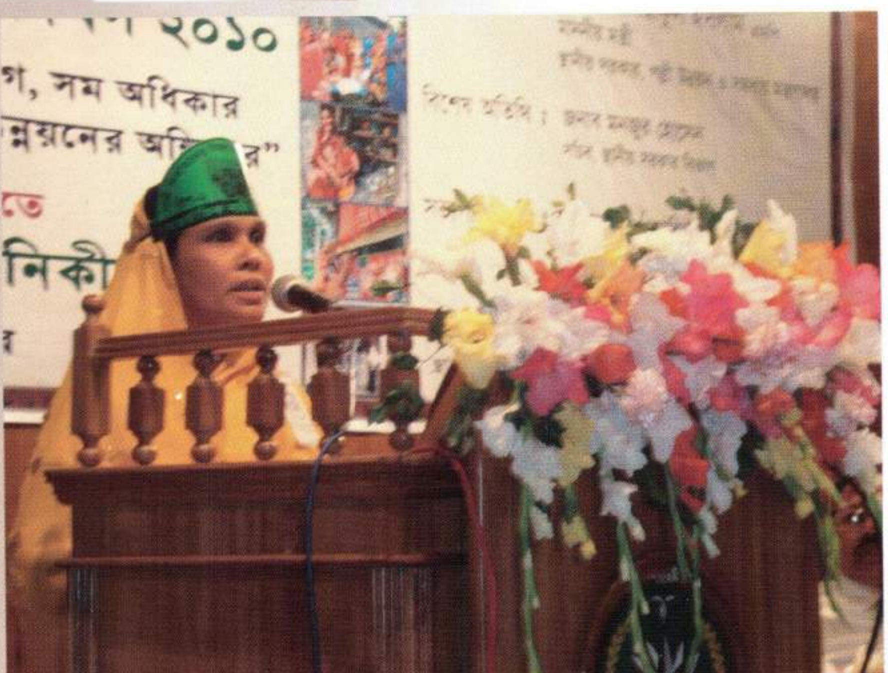

অনুভূতি ব্যক্ত করছেন এলজিইডির নগর উন্নয়ন সেক্টরের উপকারভোগী মহিলা শাহাজাদপুর পৌরসভা সিরাজগঞ্জের মোছাঃ জাহেদা খাতুন ।

জাহানারা, আনোয়ারা ও জাহেদার মত আরও কয়েকজন উপকারভোগী মহিলা এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তায় কিভাবে দুঃখ ও দারিদ্রকে জয় করে আত্মনির্ভর ও সফল হয়েছেন সেই সব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন ।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর পল্লী উন্নয়ন, নগর উন্নয়ন ও পানি সম্পদ উন্নয়ন- তিনটি সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্পে কর্মরত জীবন সংগ্রামে জয়ী ৯ জন সফল নারী প্রত্যেককে সম্মাননা ক্রেস্ট ও নগদ ১০ হাজার টাকা প্রদান করেন প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় ।

সম্মাননা প্রদান

মাননীয় প্রধান অতিথির নিকট থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহন করছেন মোছাঃ ফরিদা আক্তার , উপজেলাঃ কুমিল্লা সদর জেলাঃ কুমিল্লা, নিজের কোন আয় ছিল না । ইউপিপিআর প্রকল্পের সদস্য হওয়ার পর বর্তমানে সেলাই কাজ করে তার মাসিক আয় ৪,৫০০ টাকা । তিনি বর্তমানে কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটির সেক্রেটারী ।

মাননীয় প্রধান অতিথির নিকট থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহন করছেন মোছাঃ সাবেকুন নাহার, উপজেলাঃ বিশ্বম্বপুর, জেলাঃ সুনামগঞ্জ । তিনি একজন সাধারন গৃহিনী ছিলেন, কোন আয় ছিল না । সিবিআরএমপি প্রকল্প হতে প্রশিক্ষন গ্রহণের মাধ্যমে হাঁস-মুরগী পালন ও তিনটি গ্রামে হাঁস-মুরগীকে টিকা প্রদান করে মাসিক আয় করেন ১,২০০ টাকা ।

মাননীয় প্রধান অতিথির নিকট থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহন করছেন ইউপিপিআরপি প্রকল্পের সহায়তায় সফল নারী মোছাঃ পেয়ারা বেগম (নুরজাহান), উপজেলা ঃ হবিগঞ্জ সদর, জেলা ঃ হবিগঞ্জ । নিজস্ব কোন আয় ছিল না । প্রকল্পের সদস্য হওয়ার পর ক্ষুদ্র ব্যবসা করে বর্তমানে তার মাসিক আয় ১০,০০০ টাকা । তিনি বর্তমানে এলজিআই মেম্বার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ।

সম্মাননা প্রদান

সম্মাননা ক্রেষ্ট গ্রহণ করছেন বীরঙ্গনা মহালদার, উপজেলাঃ ডুমুরিয়া, জেলাঃ খুলনা। স্বাস্থ্য সেবিকা হিসেবে সে পূর্বে ৪০ টাকা পেত। বর্তমানে বাগ আচড়া বাদুরপাড়া পাবসস লিঃ এবং এসএসডব্লিউআরডিএসপি-২ প্রকল্পের মাধ্যমে হাস-মুরগী পালন ও গরু মোটাতাজা করন এর মাধ্যমে মাসিক আয় করেন ২০০০ টাকা। বর্তমানে সে নির্বাহী কমিটির সদস্য

সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন (মিতা) উপজেলা ঃ সদর, জেলাঃ চুয়াডাঙ্গা। পূর্বে তার আয় ছিল মাত্র ২,০০০ টাকা । সে সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। নবগঙ্গা খাল পাবসস লিঃ, এসএসডব্লিউআরডিএসপি-২ প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত হবার পর বর্তমানে তার মাসিক আয় ৬,৫০০ টাকা। সেলাই প্রশিক্ষক হিসাবে এলাকায় সে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে।

সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন মোছাঃ জাহানারা বেগম, উপজেলাঃ বিষম্বপুর, জেলাঃ সুনামগঞ্জ। কৃষি কাজে তার মাসিক আয় ছিল ৩,৫০০ টাকা। সিবিআরএমপি পকল্প হতে প্রশিক্ষণের পর নার্সারী গড়ে তুলেছেন। বর্তমানে তার মাসিক আয় ১৩,০০০ টাকা। তিনি বর্তমানে স্বনির্ভর সংগঠনের ম্যানেজার নির্বাচিত হয়েছেন এবং আইএমসি'র সক্রিয় সদস্য।

সম্মাননা প্রদান

সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন মোছাঃ জাহেদা খাতুন, পৌরসভাঃ শাহাজাদপুর, উপজেলাঃ শাহাজাদপুর, জেলাঃ সিরাজগঞ্জ। পূর্বে তার আয় ছিল ৩,০০০ টাকা । ইউজিআইআইপি প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ গ্রহনের মাধ্যমে বর্তমানে দর্জি, লাটাই, ছাগল ও হাস-মুরগী পালন করে মাসিক আয় ১০,০০০ টাকা। তিনি বর্তমানে সিডিসি এর চেয়ারম্যান।

সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন মায়ারানী, উপজেলাঃ পাথরঘাটা, জেলাঃ বরগুনা। অন্যের বাড়িতে পেটে ভাতে কাজ করত। আরআরএমএআইডিপি প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে সবজী চাষ, গরু পালন, পুকুরে মাছ চাষ করে মাসিক আয় ৫,০০০ টাকা। বর্তমানে তিনি শ্রমিক এবং আরআরএমএআইডিপি প্রকল্পের আওতায় LCS দলের সভানেত্রী।

সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন মোছাঃ সাহেদা খাতুন, উপজেলা ঃ পাংসা, জেলাঃ রাজবাড়ী । স্বামী বেকার ছিল। কৃষি কাজ করে ৩,৬০০ টাকা আয় করে ৮ সদস্যের সংসারে কিছু হতো না। ঢেকি পাড়া, পাবসস লিঃ এসএসডব্লিউআরডিএসপি-২ এর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি থেকে ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে ছাগল পালন করে তার মাসিক আয় ৮৫০০ টাকা।

প্রামাণ্যপুঁথিচিত্র

ক্ষমতাময়ী নারী

সৈয়দ আশেক মাহমুদ

w o m e n

the power of dignity

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর(এলজিইডি)এর উদ্যোগে নারীর স্বনির্ভরতা অর্জন ও ক্ষমতায়নে দেশব্যাপী যে প্রচেষ্টা ও কার্যক্রম চলছে তার উপর ভিত্তি করে একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়। এই উপস্থাপনায় অভিনবত্ব হল, চলচ্চিত্রায়নের সাথে পুঁথি পাঠের মাধ্যমে সামগ্রিক বিষয় বর্ণনা । কর্তৃপক্ষ একে অভিহিত করেন প্রামাণ্য পুঁথিচিত্র হিসাবে। এই উপস্থাপনার মাধ্যমে উপস্থিত দর্শক শ্রোতাবৃন্দ খুব সহজেই পল্লী উন্নয়ন, নগর উন্নয়ন, পানি সম্পদ উন্নয়নসহ সেক্টরের প্রকল্প সমূহের মাধ্যমে নারী সামগ্রিক উন্নয়নে এলজিইডির কর্মকান্ড সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবে।

প্রামাণ্য পুঁথিচিত্র

শোন ভাইবোন গুরুজন, শোন বন্ধুগণ
এলজিইডির গল্প কথা করি যে বর্ণন ।
এলজিইডি কাজ করে দেশের তরে জাতির উন্নয়নে
সকল কর্মকান্ড তার জানে সর্বজনে ।

প্রামাণ্য পুঁথিচিত্র

প্রধান প্রকৌশলী যায় যে বলি সত্য সুন্দর কথা,
সমাজ চায় নারী এবং পুরুষের সমতা ।
চিন্তা ভাবনা করে সরকারে কার্যক্রম গ্রহণ
নারী পুরুষ মিলে করব জাতির উন্নয়ন ।

প্রামাণ্য পুঁথিচিত্র

এলজিইডি ঝাঁপিয়ে পড়ে গ্রামনগরে নিবেদিত প্রাণ
চারিদিকে শোনা যায় আজ দিন বদলের গান ।
নারী পুরুষ মিলে এক টেবিলে পরিকল্পনা হয়
বাস্তবায়ন কর্মে নারী পুরুষ বিভেদ নয় ।

প্রামাণ্য পুঁথিচিত্র

পল্লী উন্নয়নে নারী

পল্লীবাসী নারী সারি সারি একসংগে মিলে
প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যায় সকলে ইউনিয়ন কাউন্সিলে
নারীর অবস্থান বর্তমান হয় যে আলোচনা,
কী কারণে পিছিয়ে নারী হয় তা জানাশোনা ।

প্রামাণ্য পুঁথিচিত্র

শোষণ, বঞ্চনা, লাঞ্ছনা মানবোনা কেউ আর,
চাই আমরা সত্যিকারের মানুষের অধিকার।
ঘরের দরজা খুলে দলে দলে নারী বাইরে আসে
কঠিন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে চোখে স্বপ্ন ভাসে।

রাস্তায় ইট সোলিং কার্পেটিং সবই তারা পারে,
হরেক রকম বাহারী গাছ লাগায় রাস্তার ধারে ।
গ্রামের মাঠেঘাটে মাটি কাটে রাস্তা নির্মাণ ধরে,
কেউবা রাস্তায় মাটি ফেলে কেউবা দুর্মুজ করে ।

প্রামাণ্য পুঁথিচিত্র

রাস্তা নির্মাণ করে সারা বছরে রক্ষণাবেক্ষণ
বিনিময়ে নারী করে অর্থ উপার্জন ।
দেখো কি যে মায়া গাছের ছায়া ঘেরা সুন্দর পথ,
এ পথ ধরে এগিয়ে চলে উন্নয়নের রথ ।

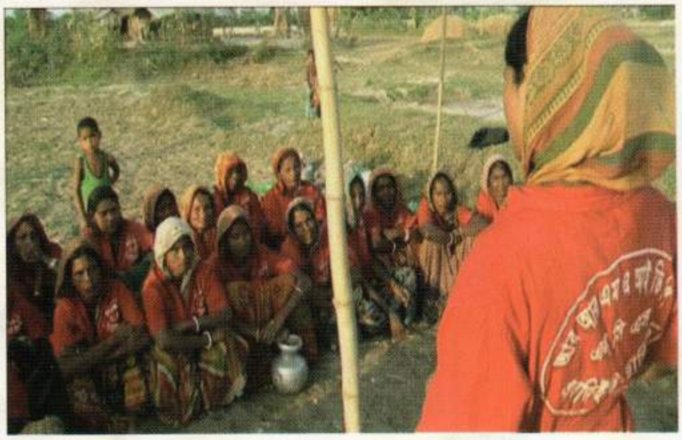

নারী শ্রমিকগণ সংগঠন নিজের চেষ্টায় গড়ে
শৃঙ্খলা আর নিয়ম-কানুন মেনে কর্ম করে ।
হলে অবিচার অত্যাচার করে প্রতিকার,
ঐক্যবদ্ধ হয়ে আদায় করে অধিকার ।

প্রামাণ্য পুঁথিচিত্র

প্রাণে ছোঁয়া লাগে মানুষ জাগে গ্রামগ্রামান্তরে,
ঘরের আঙ্গিনায় নারীরা মিটিং বৈঠক করে ।
কর্মী আপা এসে হেসে হেসে কাজের কথা কয়,
জানে সবাই কেমন করে সুন্দর স্বাস্থ্য হয় ।
করে সংগঠন পাইল লোন কত দুঃস্থ নারী,
বর্গাক্ষেতে চাষ করে ফসল অর্থকরী ।
ফসল বিক্রি করে ঘরে আসে স্বচ্ছলতা,
বলে শেষ করা যায় না কৃষক নারীর কথা ।

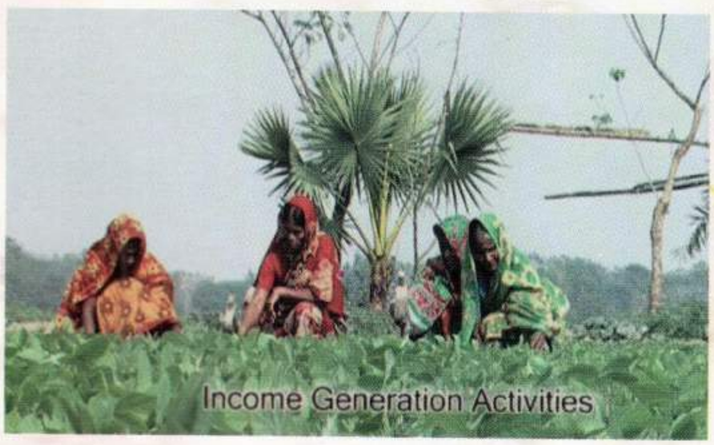

প্রামাণ্য পুঁথিচিত্র

চল একটু দুরে আসি ঘুরে গ্রামের হাট-বাজার
বাজারে একধারে আছে মহিলা কর্ণার ।
মহিলা কর্ণারে দোকানঘরে মহিলা দোকানদার
মালসামান বিক্রি করে অভাব নাইরে তার ।

প্রামাণ্য পুঁথিচিত্র

মহিলাদের জন্য আছে অতি কাছে সুন্দর আয়োজন
ভিন্ন একখানা টয়লেট জরুরী প্রয়োজন ।
শ্রমিক নারীগণ শতেকজন রাস্তাঘাট গড়ে,
দোকানপাট গোডাউন গৃহ নির্মাণ করে ।
মাটি ফেরার পরে দুর্মুজ মেরে ভিত্তি সমান করে,
তারপর দেয় ইট বিছিয়ে সমান মাটির পরে ।

প্রামাণ্য পুঁথিচিত্র

ইটের পরে ইট সাজিয়ে সিমেন্ট দিয়ে পাকা গাঁথুনি গাঁথে
ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ নারীর দক্ষতাতে।
নারী পুরুষ মাঝে গ্রাম সমাজে কমলো ব্যবধান,
বেড়ে গেছে নারীর মূল্য মর্যাদা সমান।
ইউনিয়ন পরিষদে মেম্বার পদে নারীর আসীন,
করছে তারা বিচার শালিস আইছে শুভদিন।
নারী পুরুষ মধ্য হয় বরাদ্দ ভিন্ন অফিস ঘর,
পুরুষের সংকট দূর করে মহিলা মেম্বার।

প্রামাণ্য পুঁথিচিত্র

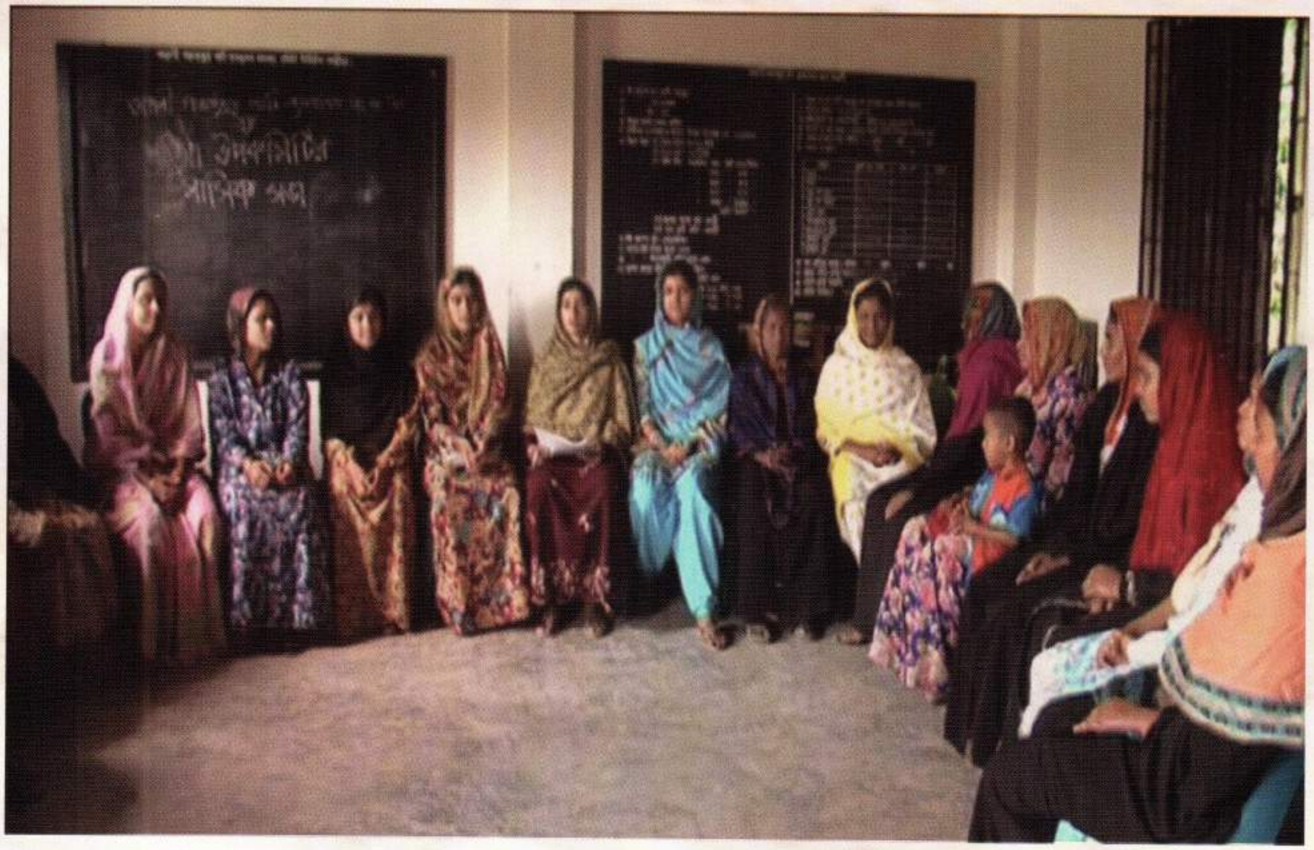

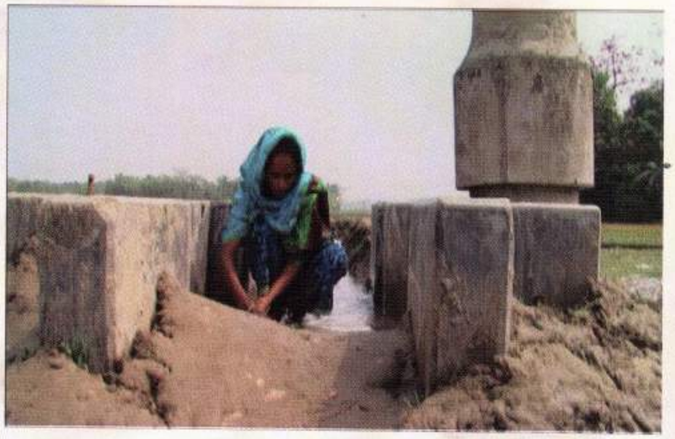

নারী সংগঠন গড়ে মিটিং করে চলে আলোচনা,
কেমনে করতে হবে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা।
ক্ষুদ্র আয়তনে জলসেচন কৃষি কাজ উন্নতি,
নারী করে সব আয়োজন নাই আর কোন গতি।
নারীর অবদানে মাঠ ময়দানে ভেসে যাওয়া জলে
সবুজ রং ছড়িয়ে পড়ে মাটির অঞ্চলে।

প্রামাণ্য পুঁথিচিত্র

শস্যের বীজ বপন চারা রোপন করে কৃষক নারী,
ফসলের মৌসুম আসে আহা রং বাহারী!
ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প অল্প অল্প কৃষককে দেয় ঋণ,
ঋণ নিয়ে কিষাণ কিষাণীর আসে সুখের দিন।

প্রামাণ্য পুঁথিচিত্র

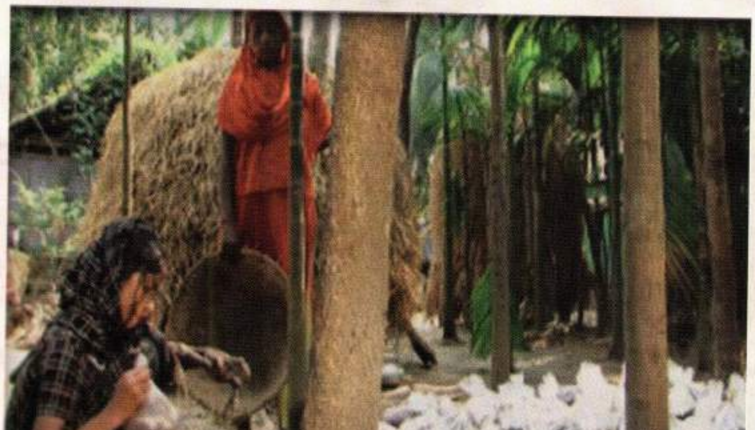

গাভী পালন করে কদিন পর আসে ইনকাম আয়,
গাভীর গোবর দিয়ে আবার জৈব সার বানায় ।
সার বিক্রি করে আবার ঘরে আসে কিছু টাকা,
সুন্দর ভবিষ্যতের ছবি সুখ শান্তি মাখা ।
মানুষ সার নিয়ে যায় ক্ষেতে ছিটায় জমি হয় উর্বর,
জৈব সারে উৎপাদতি ফসল স্বাস্থ্যকর ।

বাড়ীর পুকুরে মাছ চাষ করে কৃষকের লাভ হয়,
আমিষের চাহিদা মিটায় ফাঁকিজুকি নয় ।
ক্ষুদ্র সেচের জলে ফসল ফলে অনেক বেশুমার,
চারিদিকে চেয়ে দেখে কত ক্ষেতখামার ।
ক্ষেতের মধ্যেখানে নারীগণে বেড়ায় শুধু ঘুরে,
ফসলের রংবাহার দেখে ফসলের ক্ষেত জুড়ে ।
ওরা ভরে আঁচল তুলে ফসল ঝাঁপি যায় যে ভরে,
ফসল এবং স্বপ্ন নিয়ে ফেরে সবাই ঘরে ।

প্রামাণ্য পুঁথিচিত্র

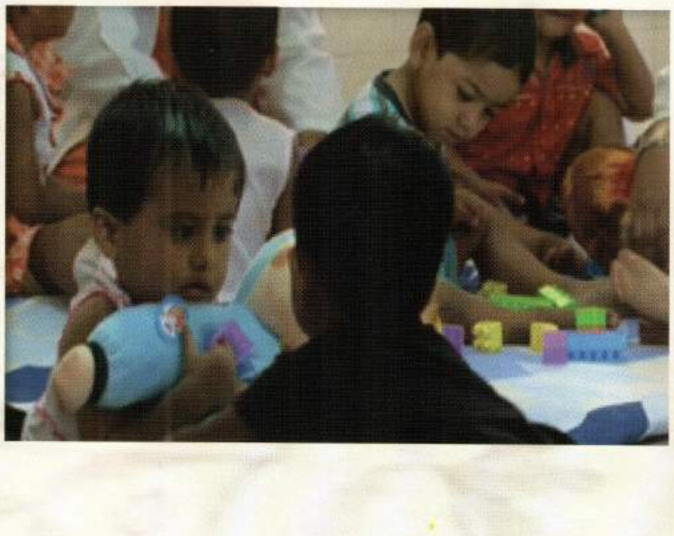

নগর পরিকল্পনা আলোচনা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত,
নারী পুরুষ একসাথে মিলে আশ্চর্য বৃত্তান্ত!
নয় গল্প স্বল্প যত প্রকল্প আছে নগর জুড়ে
সব প্রকল্পে আছে নারী দেখে আস ঘুরে ।
নারীর সুবিধার্থে কাজের স্বার্থে সুযোগ চমৎকার!
অফিস ঘরের সংগে দেখ ডে-কেয়ার সেন্টার ।

প্রামাণ্য পুঁথিচিত্র

সিটি কর্পোরেশন পৌরভবন জনতার প্রতিষ্ঠান,
এসব জায়গার স্বগৌরবে নারীর অবস্থান।
পৌর পরিষদে মেয়র পদে যোগ্য নারী আছে,
জনগণের প্রত্যাশা পূরণ হয় তারই কাছে।
মহিলা কাউন্সিলরে কর্ম করে নিবেদিত প্রাণে,
আছে তার বিভিন্ন কমিটি প্রতিষ্ঠানে।

প্রামাণ্য পুঁথিচিত্র

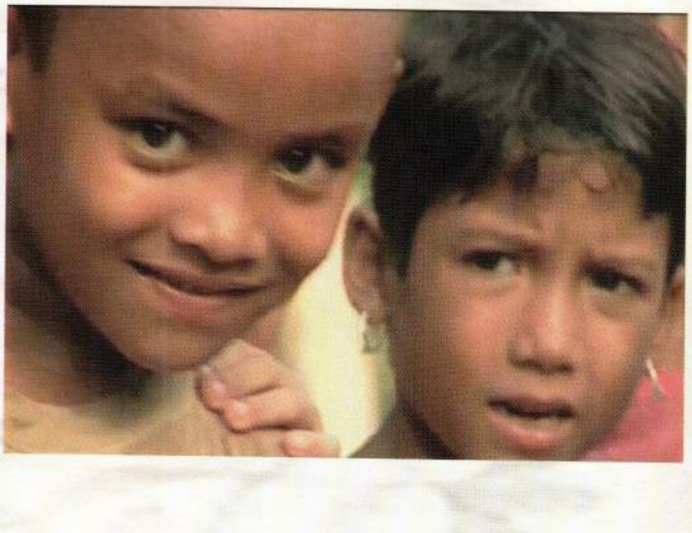

পরিবেশ সংরক্ষণ বৃক্ষরোপন করছে নারীগণ,
নারীর হাতে চলছে নগর পরিচ্ছন্নকরণ ।
শিশু শ্রম নিরসণ নারী নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য
কর্মসুচীর সফলতায় নারী অগ্রগণ্য ।

প্রামাণ্য পুঁথিচিত্র

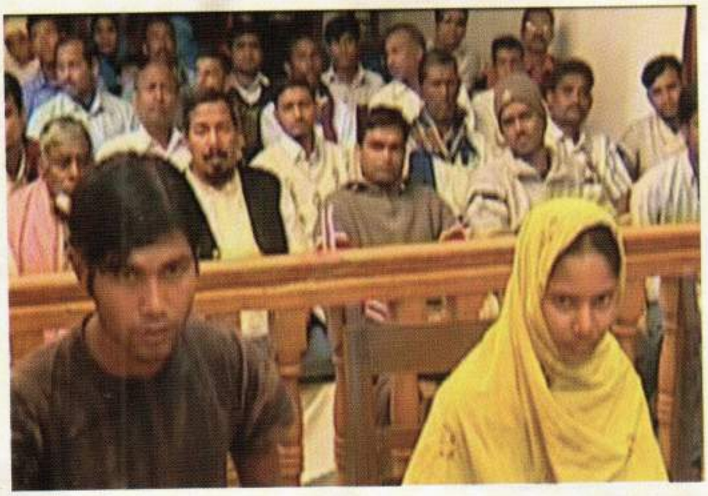

পৌরসভায় এজলাস বসায় বিচার চলে যখন,
বিচারকের আসনে বসে নারী পুরুষ দু'জন ।

প্রামাণ্য পুঁথিচিত্র

নগর প্ল্যান করা তুলে ধরা জনগণের কাছে
সেখানেও নারীর অর্থময় ভূমিকা আছে ।
কাউন্সিলরগণ সারাক্ষণ কল্যাণ চিন্তা করে,
ট্যাক্সের তাগিদ দিতে যায় নগরবাসীর ঘরে ।

প্রামাণ্য পুঁথিচিত্র

দেখো কাউন্সিলরে মিটিং করে বাড়ীর আঙ্গিনায়,
অধিকারের কথা বলে সবাইকে জাগায় ।
গরীব নারী কয় আমরা চাই সুন্দর পরিবেশ
চাই শিক্ষা সুন্দর স্বাস্থ্য ব্যাধিমুক্ত দেশ ।
যত গরীব নারী ঘর সংসারী সহে নির্যাতন,
ঐক্যবদ্ধ হয়ে গড়লো নারী সংগঠন ।
ওরা প্রতি সপ্তায় মিটিং বসায় জীবনের গান গায়,
নিয়ম মত অর্থকড়ি সঞ্চয় করে যায় ।
দিন কেটে যায় মাস কেটে যায় আসে শুভ দিন,
এলজিইডি থেকে পেল সবাই ক্ষুদ্র ঋণ ।

প্রামাণ্য পুঁথিচিত্র

ঋণের টাকা নিয়ে প্রশিক্ষণ পেয়ে রোজগারের পথ ধরে,
ক্ষুদ্র ব্যবসা কাপড় সেলাই নকশী কাঁথা গড়ে।
পণ্য বিক্রি করে ঘরে ঘরে আসে স্বচ্ছলতা,
দারিদ্র বিমোচন হলো মিথ্যা নয় সে কথা।

প্রামাণ্য পুঁথিচিত্র

নারী সংগঠন প্রণয়ন করলো পরিকল্পনা,
এলাকার উন্নতির জন্য চাহিদা অল্প না।
চাই ড্রেন ডাস্টবিন পাকা ল্যাট্রিন চাই পানির কল,
চাই ফুটপাত আর বিদ্যুৎ চাই না কাঁদা জল।

প্রামাণ্য পুঁথিচিত্র

ওরা এলাকার মধ্য চায় বরাদ্দ একখান স্কুল ঘর,
ছেলেমেয়ে থাকবে না আর কেউ নিরক্ষর।
ওদের দাবী যত সময়মত পূরণ করা হয়,
সুখের বসত গড়ে ওরা জীবন আলোকময়।
সুন্দর স্কুল গড়ে সেথায় পড়ে রঙিন শিশুর দল,
দোয়া করি ওদের জীবন হয় যেন সফল।
ওরা নেয় শিক্ষা দেয় পরীক্ষা মাষ্টার আপার কাছে,
শত শত স্কুলেতে মাষ্টার আপা আছে।

প্রামাণ্য পুঁথিচিত্র

স্বাস্থ্যকর্মীগণ প্রশিক্ষণ করিল গ্রহণ,
জনগণের সেবায় করল আত্মনিবেদন ।
নারী পুরুষ মিলে যায় মিছিলে বছরে দুইবার
নাগরিক চেতনার জন্য দেখো কি বাহার!

প্রামাণ্য পুঁথিচিত্র

পৌর নেত্রীগণ করে গঠণ কেন্দ্রীয় ফোরাম,
পৌরসভার কাউন্সিলরগণ লেখায় তাতে নাম ।
অধিকার আদায়ের জন্য এক অনন্য প্রচেষ্টার সূচনা,
নারী পুরুষ সাম্যের সমাজ করবে রচনা ।

প্রামাণ্য পুঁথিচিত্র

যত আলোচনা পরিকল্পনা সিদ্ধান্ত গ্রহণ,
সব জায়গাতে আছে নারীর অংশগ্রহণ ।
কর্মকান্ড গ্রহণ বাস্তবায়ন সর্বখানে নারী
হবে তারা সত্যিকার ক্ষমতার অধিকারী ।

সেমিনার

"এলজিইডি-তে জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ" শীর্ষক সেমিনারে এলজিইডির নগর, পল্লী ও পানি সম্পদ উন্নয়ন এই তিন সেক্টরে কিভাবে নারীর অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছেন তা উপস্থাপন করা হয়। জনাব মোঃ মশিউর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পানিসম্পদ), জনাব এস এম এইচ সমাজী, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী এবং সুলতানা নাজনীন আফরোজ, উপ-প্রকল্প পরিচালক UPPR যথাক্রমে পানিসম্পদ উন্নয়ন, পল্লী উন্নয়ন এবং নগর উন্নয়ন সেক্টরে এলজিইডির জেন্ডার কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের সভাপতিত্বে এই অধিবেশনে আরও উপস্থিত ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মালেকা বেগম।

ডঃ মালেকা বেগম
অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১০০ বছর ধরে সারা পৃথিবীতে ৮ মার্চ পালিত হচ্ছে। ৮ মার্চ পালনের ভেতর নারীদের অনেক রক্তাক্ত ইতিহাস আছে। আমরা আজকে যে ইতিহাস বা কাহিনী শুনলাম বা যে কাজের পরিকল্পনা দেখছি সেখানেও পিছনের ইতিহাস অনেক রক্ত জমে আছে। কর্মজীবি, শ্রমজীবি নারীদের জীবনের প্রতি পরতে যে রক্তের, যে বেদনার, যে কষ্টের কাহিনী আছে আমরা যেন তা ভূলে না যাই। সাফল্য যেমন তৈরী হচ্ছে, তেমনি আমরা যেন পিছনের কষ্টের কথা মনে রাখি। শুধুমাত্র একটি দিন পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আমরা যারা সহকর্মী, পরিবারের সদস্য এবং সহযোগী, উন্নয়কর্মী সকলে মিলে নারীর কষ্ট, বেদনা উপশম করে সুন্দর ও আনন্দের জীবন গড়ে দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করবো এই আহ্বান জানাই।

নারীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে গিয়ে কি অসম্ভব পরিশ্রম করতে হচ্ছে সকলকে। কত অর্থ ব্যয় হচ্ছে বিশেষ ব্যবস্থার জন্যে। তাই মনে মনে ভাবছিলাম, প্রথম যখন পুরুষরা স্থানীয় প্রশাসনের কাজে স্বাভাবিকভাবে যুক্ত হয়েছিলেন তখন তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু নারীদেরকে আনার জন্যে, নারীদেরকে যুক্ত করার জন্যে যে বিশেষ ব্যবস্থা, যে বিরাট পরিকল্পনা, যে নানাভাবে সভা করা, নানা ব্যবস্থাপনা গ্রহণ–এই সব জায়গায় আমরা দেখছি অনেক নীতিমালা তৈরী করতে হচ্ছে, অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে এবং অনেক অর্থের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। এগুলো ছাড়া আমরা আজকের এই সাফল্যের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারতাম না।

আজ থেকে ৩০/৪০ বছর আগে আমরা যখন কাজ শুরু করেছি এবং আমাদের আগে যারা কাজ শুরু করেছেন যেমন-সুফিয়া কামাল, ইলা নাগ, বেগম রোকেয়া, আশা

লতা সেনদের সময় যে পর্বত সমান বাঁধা ছিল তা আজ নেই সত্য কিন্তু একটি জায়গায় বাঁধা রয়ে গেছে যেটি আজ পাহাড় সমান হয়ে সকল কাজে একটি জায়গায় বাঁধা হয়ে দাড়াচ্ছে। মেয়েদের এ কাজে বাঁধা, ও কাজে বাঁধা, সে এ কাজ পারবে না, ধর্মে মানা আছে। ঘরের কাজগুলো কে করবে? ঘরের কাজগুলো কে করছে? এই মেয়েরাই করছে। আমরা মনে করি সম-অধিকার মানে গৃহস্থালী কাজে পুরুষেরও সমান অংশগ্রহণ।

একজন পুরুষ ও একজন নারী একই ধরণের কাজে বাইরে যাচ্ছে। পুরুষকে গৃহস্থালী কাজ করতে হচ্ছে না। কিন্তু নারী গৃহস্থালী কাজ করে বাইরে কাজ করতে যায়-এতে তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর কত চাপ পড়ছে তা কি পুরুষ চিন্তা করে? অথচ, নারীর উপার্জন যদি পুরুষের তুলনায় কম হয় তখন নারীকে শুনতে হয় সামান্য কটা টাকার জন্যে সারাদিন তার বাইরে থাকার কোন প্রয়োজন ছিল না। এই যে আমাদের সাংস্কৃতিক সমস্যা এখান থেকে আমাদের উত্তরণ ঘটাতে হবে। এক্ষেত্রে পুরুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

নারীরা যে আজ সকল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে, নীতিমালা প্রণয়নে, রাজনীতিতে সম্পৃক্ত এই সাফল্য দেখতে খুব ভাল লাগছে-এটাই দেখতে চেয়েছিলাম। আজকে নারীরা দৃশ্যমান। আজকে নারীদের বিভিন্ন পেশায় দেখা যাচ্ছে- এটা সাফল্যের কথা। আগে তো নারীরা দৃশ্যমানই ছিল না। একটি কথা বার বার ঘুরে আসে তা হলো এমন একটি ধারনা আছে যে, নারীদের স্থান ঘরের ভেতর এবং পুরুষের ঘরের বাইরে। এটা কিন্তু আমাদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক মূল্যবোধের অভাব। আজকের আলোচনায়, পরিকল্পনায় কোথাও এই বিষয়টি উঠে আসেনি।

আমাদেরকে দেখতে হবে নীতিমালা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অথবা যিনি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছেন তিনি শুধুমাত্র পেশাগত কারণে কাজগুলো করছেন, না অন্তর থেকে বিশ্বাস করেন। নারীদের ভেতরও অনেক বাঁধা আছে কারণ এটা একটা সামাজিককরণের প্রক্রিয়া। একটি সমাজ ব্যবস্থা রাতারাতি বদলে যেতে পারে না।

আমরা প্রথম উৎসাহিত হয়েছিলাম যখন ৩০,০০০ মহিলা নির্বাচনে, স্থানীয় প্রশাসনে সরাসরি নির্বাচন করেছিলেন। তার আগে আমরা যতবার প্রস্তাব দিয়েছি মহিলাদের সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণের, ততবার আমরা সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে বাঁধার সম্মুখীন হয়েছি। আমাদেরকে বলা হয়েছে, মেয়েরা কিভাবে স্থানীয় সরকারে, ইউনিয়ন পরিষদে কাজ করবে? নির্বাচন করবে? আমরা বলেছি, আপনারা নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, আইন করেন তারপর দেখেন মহিলারা স্থানীয় সরকারে, পৌরসভায়, ইউনিয়ন পরিষদে আছেন- কিভাবে আছেন? তার মানে হলো স্থানীয় সরকারের সর্বস্তরে মহিলাদের সম্পৃক্ততার সুযোগ আছে- কিন্তু আমরা নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না, আইন করি না।

আজকের আলোচনায় একজন পুরস্কারপ্রাপ্ত নারী নেত্রী মনে হয় এক ধরণের হতাশা থেকে বলে গেলেন যে, প্রকল্প শেষ হলে আমরা কি করবো? এলজিইডি তাদের নগর উন্নয়ন সেক্টর, পল্লী উন্নয়ন সেক্টর ও পানি উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্পের যে সুফল দেখিয়েছেন তা দেখে খুশি হয়েছি। আপনারা যে সমস্ত পরিকল্পনা দিয়ে আলোচনা করলেন, যে সমস্ত কর্মসূচী দেখালেন তাতে বুঝতে পারলাম যে এগুলো স্বল্প সময়ের জন্য প্রকল্পভিত্তিক। এলজিইডির কাজের সুফল যদি টিকিয়ে রাখতে হয় তাহলে এলজিইডির সকল কর্মসূচীতে এখনই চিন্তা করতে হবে বিভিন্ন কাজের সুফল যেন আমরা সব সময়, সর্বকালের জন্য রাখতে পারি।

এলজিইডির কাছে আমার অনুরোধ, আপনার লক্ষ্য রাখবেন প্রকল্পের যে উদ্দেশ্য তার ফলাফল বা সুফল প্রকল্প শেষ হওয়ার পরও যেন সকলে ভোগ করতে পারে।

স্কুলে বালক-বালিকার উপস্থিতি বেড়েছে। কিন্তু, বালক-বালিকার উপস্থিতি কি সমভাবে বেড়েছে? তাদের সমভাবে উপস্থিতি যেন কখনোই বন্ধ হয়ে না যায় সে বিষয়ে আমাদের ভাবতে হবে। আমরা দেখি প্রাথমিক পর্যায়ের পর বালিকারা আর স্কুলে পড়তে পারে না। বাল্য বিবাহের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এলজিইডির কি কিছুর করার নেই? আমার মনে হয় স্থানীয় পর্যায়ে এলজিইডির যে সমিতিগুলো রয়েছে সেগুলো দিয়ে এলজিইডি অনেক কিছু করতে পারে।

প্রসূতির স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হচ্ছে কিন্তু প্রসূতির কয় বাচ্চা সে খবর কি রাখা হচ্ছে? পর পর তিন বাচ্চা মেয়ে হলে তাকে যে মেরে ফেলা হচ্ছে সে কথাও আমরা খবরের কাগজে দেখতে পাই। প্রসূতির সহজ সেবা প্রাপ্তি সেটাই কি মূল ব্যাপার নাকি সরকারের নীতি অনুযায়ী পরিবার পরিকল্পনায় আমাদের যে বাধাগুলো আছে সেগুলো দেখার প্রয়োজন আছে স্থানীয় সরকারের।

পূর্তকাজে মহিলাদের অংশগ্রহণের সুযোগ, হাটে-বাজারে মহিলাদের ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ-এগুলো কি সমভাবে হচ্ছে? এ সুযোগ গুলো কি মহিলাদের দারিদ্র দূর করার উদ্দেশ্যে, না মহিলাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে - এই প্রশ্ন আমি রেখে গেলাম।

রাশেদা কে চৌধুরী

নির্বাহী পরিচালক, গণস্বাক্ষরতা অভিযান
সাবেক উপদেষ্টা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার

স্মরণ করছি বিনম্রচিত্তে মুক্তিযুদ্ধের জন্য সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রামে যারা আত্মহুতি দিয়েছেন তাদের সকলকে। ৮ মার্চ এই দিনটিতে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি নারী আন্দোলনে যে সমস্ত নেতানেত্রী আমাদের চলার পথকে সুগম করে দিয়ে গেছেন তাদেরকে।

আপনাদের বক্তব্যের ভেতর বলেছেন উন্নয়নের মূল ধারায় নারীকে আনা। সেখান নারীদের কর্মসংস্থানের কথা এবং অন্যান্য বিষয় বেশ সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। অনেক বিষয় আমার জানা ছিল না, আজ জানতে পারলাম, আপনাদের এখান থেকে শিখতে পারলাম।

উপস্থাপনা দেখে আমার বার বার মনের ভেতর একটি কথা মনে হয়েছে যে, পরিকল্পনা, কর্মসূচী ও বাস্তবায়নের সব কথা আপনারা বলেছেন কিন্তু সেখানে পরিবীক্ষণের জায়গায় নারীর অংশগ্রহণ কতটুকু সেটা আমি বুঝতে পারিনি-এটা হয়ত আমার সীমাবদ্ধতা। আশা করি আপনারা পরবর্তী পর্যায়ে বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করবেন। কারণ আমাদের কাছে, আমরা যারা কাজ করি তাদের কাছে অংশগ্রহণ যথেষ্ট নয়, অংশিদারিত্ব আছে কিনা সেখানেই সব ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। নারীর ক্ষমতায়নের কথা যদি বলি তাহলে নারীকে মূল ধারায় আনা যথেষ্ট নয় এবং সেই জায়গা থেকেই বিষয়টির প্রতি আমাদের সকলের বিবেচনা করতে হবে।

বিএসটিআই এর একটি রিপোর্ট দেখলাম। সেখানে নারীদের আরও অনেক পথ চলার কথা বলা আছে। তারই আলোকে বোধহয় আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে।

সাধারণত: এলজিইডিকে মানুষ চেনে নির্মাণ কাজের সহযোগী হিসাবে। সেখান থেকে এলজিইডির উত্তরণ ঘটেছে। এলজিইডি এখন সমাজ বিনির্মাণেও ভূমিকা রাখছে।

আমরা দেখলাম সামাজিকভাবে নারী নেতৃত্ব তৈরী হচ্ছে আর্থনৈতিক ভাবে নারী স্বাবলম্বী হচ্ছে। তবে আমাদের দেখতে হবে উপকারভোগীর ভূমিকা থেকে ব্যবস্থাপকের ভূমিকায় নারী কতদূর এগিয়ে যেতে পারছে- সেটাও আপনাদেরকে সুনির্দিষ্ট করার প্রয়োজন রয়েছে। উত্তরণ কতটুকু হয়েছে- সেটা তখনই নিশ্চিত হবো আমরা এবং তখনই সার্থক হবে এলজিইডির সকল আয়োজন। সাধারণভাবে বুঝতে পারি উত্তরণ খুব সহজ বিষয় নয়। কারণ, আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে বৃহত্তর নারী জনগোষ্ঠীর সম্পদের উপর কোন অধিকার নেই। জমি ও পানি সম্পদ। আপনারা জমি ও পানি নিয়েই কাজ করছেন।

আমাদের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে সেখানে নারীর অধিকার কতটুকু নিশ্চিত করা সম্ভব সেটা বিবেচনা করা দরকার। হয়ত সেখানে আপনাদের সীমাবদ্ধতা আছে। আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে সেই সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। বৃহত্তর পরিসরে গেলে রাজনৈতিক অংগীকার, নীতি, আইন- সবকিছুর প্রয়োজন আছে। তারপরও আপনারা কাজ করছেন, অনেকদূর এগিয়েও গেছেন। এলজিইডি অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার।

জেন্ডার কোনো একমুখী ধারা নয় এটা নিশ্চয় আপনারা যারা কাজ করছেন তারা স্বীকার করবেন। এটা নারী-পুরুষের সম-অধিকারের বিষয়। আমি কাজ করতে করতে দেখেছি এবং সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে সমতা অর্জিত হয়েছে। এক গবেষণায় আমরা দেখেছি ষষ্ঠ শ্রেণীতে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের উপস্থিতি ১১% বেশী। কিন্তু, দশম শ্রেণীতে ঠিক তার উল্টো পরিস্থিতি এবং এসএসসিতে আরো কম। সুতরাং সম-অধিকারের বিষয়টি এখনও অনেকদূর। তবে, আমি এটা বিশ্বাস করি যে, আপনারা যখন এতদূর যেতে পেরেছেন তখন আরো অনেকদূর যাবেন। এলজিইডি নিশ্চয় সেই লক্ষ্যে যাবে আমি এটাই আশা করি।

আমার একটি ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা আছে এলজিইডির কাছে। আমি তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ছিলাম। আমি বলেছিলাম আপনারা স্কুল নির্মাণ করেন, সেই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিতে যারা আছেন তারা অনেক ভাল পড়াশুনা জানেন না। তারা কিভাবে বুঝবে স্কুল নির্মাণে কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা, উন্নত মানের জিনিস দেওয়া হচ্ছে, না নিম্ন মানের জিনিস দেওয়া হচ্ছে- এ বিষয়ে আমাকে একটু সহযোগিতা করেন। আমি কৃতজ্ঞ এলজিইডি আমাকে অত্যন্ত-সুন্দর একটি ম্যানুয়েল তৈরী করে দিয়েছিলেন। সেটা প্রকাশিত হয়েছে এবং আমি আশা করি নিশ্চয় সেটা গ্রামে-গঞ্জের স্কুল ম্যানেজিং কমিটির কাছে পৌঁছে গেছে।

স্কুল ভবন নির্মাণ হলে সেই স্কুলের মান কেমন হবে, সেটা যেন গ্রাম-গঞ্জের নেতৃত্ব বুঝতে পারে-বিশেষ করে সাধারণ জনগোষ্ঠী যেন বুঝতে পারে সে রকম সহজ ভাষা ব্যবহারে আপনারা নিশ্চয় ভাবনা-চিন্তা করবেন এই আশা ব্যক্ত করছি। বাংলাদেশে খুব কম সরকারী প্রতিষ্ঠানই আছে যারা এলজিইডির মত করে চিন্তা-ভাবনা করে, পরিকল্পনা করে, কর্মসূচী গ্রহণ করে ও তা বাস্তবায়ন করে।

সেলিনা হোসেন
কথা সাহিত্যিক ও উন্নয়নবিদ

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে নারী তার যোগ্যতানুযায়ী, দক্ষতানুযায়ী ও সুবোধ আচরণ দ্বারা সকল ক্ষেত্রে জায়গা করে নেবে। আজ নারী আন্দোলনের ১০০ বছর পার হলো। আজ বিশ্ব জুড়ে এই দিবসটি পালন হচ্ছে। কারণ পৃথিবীর সব জায়াগায় এই বৈষম্য আছে। অনেকে মনে করেন এই দিবসটি কি বিশেষভাবে পালনের দরকার আছে? গতকালই জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ইংরেজীর অধ্যাপক বললেন, আগামী বছর এই দিনে আমরা জেন্ডার সন্ত্রাস হিসাবে পালন করবো। এই দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন করতে হবে।

আজকে আমরা পেলাম নগর, পল্লী ও পানি উন্নয়নের মত অত্যন্ত-গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয়। এটি আয়োজন করেছেন এলজিইডি ও সংশ্লিষ্ট সরকারী একটি মন্ত্রণালয়। এ সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সরকার। আমি আশা করি এ সরকার মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে সব কিছু আয়োজন করবেন- কারণ জনগণের ভোটে আপনারা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। যখন তারা জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হয়ে আসেন তখন তাদের দায়-দায়িত্ব থাকে সেই জনগণের সার্বিক কল্যাণে নিজেদের সকল দায়িত্ব সমভাবে সুচারুরূপে পালন করা এবং সেই দায়িত্ব যখন সঠিকভাবে পালন হয় তখন আমরা বলি সুশাসন পেয়েছি। এলজিইডি আয়োজন থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা সরকারের কার্যকলাপের বিবরণ সম্পর্কে জানতে পারলাম। বিষয়গুলি সম্পর্কে আমাদের এভাবে জানা হয় না। এই ধরনের আয়োজন যদি বার বার হয় এবং আমরা যদি জানতে পারি তাহলে আমরা যারা বিভিন্ন ফোরামে যাই, যারা লেখালেখি করি, আমরা আমাদের লেখায় বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করতে পারি যে, দেশের গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের সামগ্রিক উন্নয়নে কি করছে।

আমি নারী উন্নয়নের কথা বলছি না। কারণ, আমি বিশ্বাস করি নারী-পুরুষের সমতার ভিত্তিতে আমাদের সমাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যেত হবে। নারীকে সেখানে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে চলেবে না। নারী এই সমাজের প্রধান অংশীদার। এই অংশীদারিত্বের কারণে সমাজে নারীর মর্যাদা ও সম্মান পুরুষের চেয়ে এক ফোঁটাও কম না। এখানে উপস্থাপনায় এক ভাই বলেছেন, অবলার মুখে বোল ফুটেছিল। তার মানে হলো আপনাদের কর্মকান্ডের কারণে ১০০ বছর ধরে এই নারীরা অবলা ছিল।

আজকে নারীরা নিজেদের ক্ষমতার দ্বারা বেরিয়ে এসেছে, আপনারা তাদের জন্য সুযোগ করে দেওয়ার কারণে তারা বেরিয়ে এসেছে এবং বেরিয়ে আসাটাই এই একবিংশ শতাব্দীতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে নারীদেরকে এই বের করে আনার জন্য এত অর্থ ব্যয় করা ঠিক হচ্ছে কিনা। দারিদ্রপীড়িত, জনসংখ্যা অধ্যুষিত একটা দেশে যখন মানুষের পেটে একমুঠো ভাত দেওয়া দরকার, পুষ্টিকর খাবার দেওয়া দরকার সেখানে আপনারা নারীদের জন্য এতকিছু আয়োজন করছেন, করতে বাধ্য হয়েছেন কারন আপনারা নিজেরাও অনুভব করছেন যে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের এই দিনটিতে এই ২০১০ সাল পর্যন্ত নারীর অবস্থা অত্যন্ত নাজুক।

আপনারা নগর উন্নয়নের সাথে সাথে পল্লী উন্নয়নের কথা বলেছেন। আমরা যদি চরাঞ্চল, আদিবাসী অঞ্চল থেকে হাওর অঞ্চল পর্যন্ত এক নিমিষে ঘুরে আসি তাহলে আমরা দেখতে পাবো সেখানে পাহাড়ি ঢলে সমতলের আদিবাসীরা ভেসে যাচ্ছে। আমি যখন তাদের কাছে যাই তখন তারা আমার কাছে জানতে চায় আমার কাছে জন্মনিয়ন্ত্রনের কোনো পিল আছে কিনা। জানতে চায়, মনে করে আমি পরিবার পরিকল্পনা কর্মী। আমাদের দেশের নারীরা জনসংখ্যা বাড়াতে চায় না, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চায়-এই বোধকে যেখানে স্যালুট করা দরকার সেখানে কেন একজন নারীকে আরেক নারীর কাছে পিল চাইতে হবে এটা কি আমাদের সরকারী ব্যর্থতা? নারীকে বলেন যে, এদেশে জায়গা কম, সম্পদ কম, চলাচলের জন্য রাস্তাঘাট কম তোমরা সন্তান সংখ্যা কম রেখে দেশকে সহযোগিতা কর। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনে নারীরা তো সরকারকে সহযোগিতা করতে চায়। কিন্তু, তাদেরকে তো সহযোগিতার উপকরণগুলো পৌঁছে দিতে হবে-যার দ্বারা নারী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনে প্রস্তুতি নিয়ে দেশকে সহযোগিতা করবে।

আমাদের এক ভাই বললেন, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হয়েছে। শ্রীলংকা একটি গৃহযুদ্ধ কবলিত দেশ সেখানে একশ ভাগ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় হাসপাতালে-ঐ দেশে না গেলে বুঝতে পারতাম না। তারা অনবরত প্রচার করছে আমাদের প্রতিটি শিশু হাসপাতালে জন্ম গ্রহণ করে। আমরা কি এধরনের কথা বলতে পারবো? আমাদের এধরনের ব্যবস্থা করতে কয়'শ বছর লাগবে সবাইকে বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখার অনুরোধ করছি।

আমি শুধু একটি মন্ত্রণালয়ের কথা বলছি না, আমি সামগ্রিকভাবে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও নীতিনির্ধারণ পর্যায়ে বলতে চাই, আপনাদের যার যা করা উচিত আপনারা সে কাজগুলো সঠিকভাবে করবেন। আমি জানি আপনারা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনের বিষয়টি স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়কে বলবেন কিন্তু এলজিইডির ভাইবোনদের কাজে লাগানোর সুযোগ আছে। মানুষকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার ও বুঝানোর সুযোগ আছে।

সেই সুযোগগুলো কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে আমরা যেন নারীকে দূরে না রাখি। তারা যেন নারীকে সম্মানের চোখে দেখেন যার দ্বারা দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধিত হবে এবং নারী তার যথাযথ মর্যাদা বুঝে নেবে, কখনও নিজেকে প্রান্তিক অবস্থানে ভাববে না।

আমারা যখন গ্রামেগঞ্জে যাই, গ্রামের মা-বাবাদের মেয়েদের স্কুল-কলেজে পাঠাতে বলি তখন মায়েরা ঘরের কোণে ডেকে নিয়ে বলে, কি করে মেয়েদের স্কুল-কলেজে পাঠাবো? তাদের কি নিরাপত্তা আছে? কখন ধান ক্ষেতে, কখন বাঁশ বাগানে টেনে নিয়ে যায়। যদি হোষ্টেলের ব্যবস্থা থাকতো তাহলে নিশ্চিন্তভাবে মেয়েদের স্কুল-কলেজে পাঠাতে পারতাম-এ বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে।

বাল্যবিবাহ আজও অমাদের সমাজে ভয়াবহভাবে অবস্থান করছে। শুধুমাত্র বাল্যবিবাহের কারণেই মেয়েদের স্কুলে উপস্থিতি অর্ধেক হয়ে যায়। কেরানীগঞ্জের একটি স্কুলে এমন একটি ঘটনা নিজেই দেখলাম। উপজেলার ইউএনওর কাছে জানতে চাইলাম, এত বাল্যবিবাহ হচ্ছে আপনি দেখেন না? তিনি বললেন, আমাদের গাড়ী নেই, বার্থ রেজিষ্ট্রেশন নেই, চেয়ারম্যান বার্থ সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছে, পরিবার থেকে চাওয়া হচ্ছে, আমাদের কি করার আছে! জনপ্রশাসনের একজন ব্যক্তি হয়ে যদি তিনি একথা বলেন- সেটা খুব দুঃখজনক। আমি তার সাথে অনেক তর্ক করলাম, কিন্তু আমি জানি কিছুই হবে না- এক কান দিয়ে শুনেছেন আর এক কান দিয়ে বের করে দিবেন, সব ভুলে যাবেন। আমরা এমন মানুষ চাই না। আমরা প্রকৃত অর্থে জনপ্রশাসনকে মানব বান্ধব একটি প্রশাসন হিসাবে দেখতে চাই। আমরা চাই, দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষটি কখন বলবেন না যে আমরা কি করবো? তিনি যেন বলেন, আর এমন ঘটবে না। সুতরাং আমরা যখন পল্লী উন্নয়নের কথা বলছি তখন এর ভেতর প্রাসংগিকভাবে সব কিছু চলে আসছে। শুধু অপ্রাসংগিক কিছু ঘটনা কিন্তু মানব উন্নয়নের শর্ত নয়। মানব উন্নয়নের শর্তের ভেতর তার শিক্ষা-দীক্ষা, মনন, সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীল চর্চা সব কিছু আসবে।

মেলা

উদ্বোধনী অধিবেশন শুরুর আগে প্রধান অতিথি এলজিইডিতে জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরন সেমিনার উপলক্ষে নির্মিত কয়েকটি স্টল ঘুরে দেখেন, যেখানে উপকারভোগী নারীরা সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণের অর্থে তৈরী বিভিন্ন কুটির শিল্প সামগ্রী প্রদর্শন করেন । এছাড়া ভিডিও, পোষ্টার ও স্থিরচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয় ।

মেলা

অল্পক্ষণের জন্য হলেও মেলা বেশ জমে ওঠে। উপস্থিত অভ্যাগত অতিথি ও অংশগ্রহণকারীরা মেলায় প্রদর্শিত বিভিন্ন হস্তশিল্প ও গৃহসজ্জা সামগ্রীর অপূর্ব কারুকাজ দেখে মুগ্ধ হন। এই মেলায় কয়েক লক্ষাধিক টাকার শিল্পসামগ্রী বিক্রি হয়।

মেলা

মেলা

Project (RRMAIDP)
markets and service centres and generation of
o enable them to develop sustainable income
আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১০

মেলা

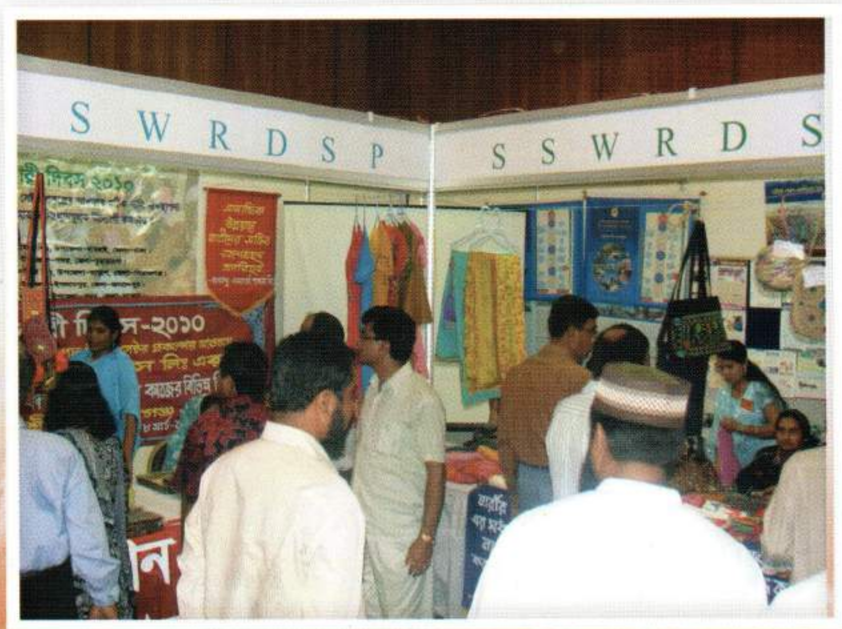

মেলা

মেলা

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠানের শেষ পর্ব ছিল মনোমুগ্ধকর এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)'র বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের উপকারভোগীরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারীরা পল্লীগীতি, জারিগান, গম্ভীরা, নাট্যভিনয়, নৃত্য, পালাগন ইত্যাদি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আঙ্গিক উপস্থাপন করে বাংলাদেশের সামগ্রিক সংস্কৃতির একটি চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হয়। অপরদিকে সমাজে ও রাষ্ট্রে, ঘরে-বাইরে নারীর অবস্থান তুলে ধরে। উপস্থিত দর্শকবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে এই অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

প্রধান অতিথি ঃ সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
বিশেষ অতিথি ঃ জনাব মনজুর হোসেন
সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
সভাপতি ঃ জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি
তারিখ ঃ ০৮ মার্চ, ২০১০/২৪ ফাল্গুন ১৪১৬

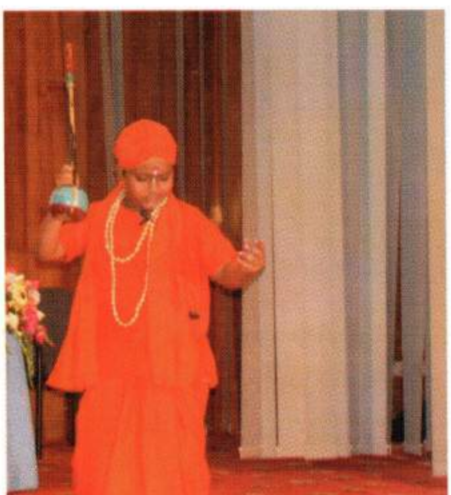

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১০
"নারী পুরুষের সম সুযোগ, সম অধিকার
দিন বদলের অগ্রযাত্রায় উন্নয়নের অঙ্গিকার"
এলজিইডিতে
জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ
সেমিনার

এলজিইডিতে
জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ
সেমিনার

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১০

আন্তর্জাতিক নারী

দর্শক

দর্শক

মুক্তি

এই পৃথিবী এই সভ্যতা আমরা করেছি নির্মাণ
আমাদের প্রাণের ফসল শতকোটি মানুষের প্রাণ।
প্রেম আর শ্রম দিয়ে সাজিয়েছি জীবন সবার
স্বীকৃতি চাই, মূল্য চাই, অধিকার চাই অধিকার।।
আমাদের শুভ সৌন্দর্য
হৃদয়ের অতুল ঐশ্বর্য
সবার জীবন করে পূর্ণ
আমাদের জীবন বিচূর্ণ
হাজার বছর ধরে মেনেছি শোষন বঞ্চনা
মানবো না আর মানবো না
মানবোনা আর
অধিকার চাই অধিকার।।
আমাদের শক্তি প্রাচুর্য
জীবনের স্বপ্ন সৌকর্য
সবার জীবনের জন্য
আমাদের জীবন বিপন্ন
হাজার বছর ধরে সয়েছি দুঃখ যন্ত্রনা
সইবো না আর সইবো না
সইবো না আর
অধিকার চাই অধিকার।।
সোনার শিকল ভেঙে এসো সবাই
লৌহ প্রাচীর ভেঙে এসো সবাই
চলো যাই প্রগতির সংগ্রামে যাই
স্বাধীনতা চাই ক্ষমতা চাই
নারী ও পুরুষে সমতা চাই।।

নারী-পুরুষের সম-সুযোগ, সম-অধিকার
দিন বদলের অগ্রযাত্রায় উন্নয়নের অঙ্গীকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

প্রকাশনায় : **এলজিইডি জেণ্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম**
এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

মুদ্রণে : **অগ্রণী প্রিন্টিং প্রেস,** এলজিইডি ভবন, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৮৮-০২-৮১২৬৫১২